আবারও মার্কিন বোমারু বিমানকে তাড়িয়ে দিল রাশিয়া

বাল্টিক সাগরের আকাশে মার্কিন দুটি কৌশলগত বি-৫২ বোমারু বিমানকে প্রতিহত করেছে রাশিয়ার একটি যুদ্ধবিমান। মার্কিন বোমারু বিমান দুটি রাশিয়ার আকাশীসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ খবর দিয়েছে।

রুশ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট সেন্টার শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন বোমারু বিমান দুটিকে শণাক্ত করার পর সেগুলোকে বাধা দিতে একটি সুখোই এসইউ-২৭ জঙ্গিবিমান পাঠানো হয়। বাল্টিক বিমান বহর থেকে রাশিয়ার ওই জঙ্গিবিমান পাঠানো হয়। বিমানটি নিরাপদ দূরত্বে থেকে মার্কিন বিমান দুটিকে রুশ আকাশসীমার দিকে না যেতে নির্দেশনা দেয় এবং এক পর্যায়ে এস্কর্ট করে মার্কিন বোমারু বিমান দুটিকে চলে যেতে সাহায্য করে।

রুশ মন্ত্রণালয়ের এ তথ্য বার্তা সংস্থা তাস প্রকাশ করেছে। এত বলা হয়েছে, মার্কিন বিমান রুশ আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে পারেনি। মার্কিন বিমান তাড়িয়ে দিয়ে রুশ জঙ্গিবিমানটি নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

এদিকে, শুক্রবার রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ বলেছেন, রুশ সীমান্তের ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী সামরিক মহড়া চালাচ্ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চীন অস্ত্র দিচ্ছে পাকিস্তানকে, ড্রোনের মাধ্যমে

তা ছেয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরে!

লাদাখ সীমান্তে যখন সংঘাত চলছে তখন চীনের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের তথ্য সামনে আনলেন ভারতের গোয়েন্দারা। চীনের ইশারাতেই জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান অস্ত্র ঢোকাচ্ছে। পাকিস্তানকে সেই সমস্ত অস্ত্র সরবরাহ করছে চীন।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে চীন নির্দেশ দিয়েছে, গোটা উপত্যকায় অস্ত্রে ছয়লাপ করে দিতে। প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে, গত আড়াই মাসে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে যত অস্ত্র উদ্ধার করেছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তার অধিকাংশের গায়েই চীনের চিহ্ন রয়েছে।

তবে পাকিস্তানি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ রুখতে দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। নিয়ন্ত্রণ রেখায় যে অঞ্চলগুলো অনুপ্রবেশপ্রবণ সেখানে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বেষ্টনি আরও কঠোর করেছে বিএসএফ।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে কাশ্মীরে।

সরকারি সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, গোয়েন্দারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শীত বাড়লেই নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করে লোক ঢোকানো শুরু করতে পারে পাকিস্তান। তার কারণ, ওই সময় ঝোপঝাড় বড় হয়। তাছাড়া তুষারপাতের সময়কেও অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান। তাই এখন থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীকে।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের মাধ্যমে হেক্সাকপ্টার কিনেছে পাকিস্তান। অস্ত্র পাঠানোর জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করছে।

তবে কাশ্মীরের স্থানীয়রাও যে এ বিষয়ে যুক্ত হচ্ছে তাও বলা হয়েছে গোয়েন্দা রিপোর্টে, যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যেও। গত ১০ সেপ্টেম্বর নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাশ্মীর গিয়েছিলেন সেনা প্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। বিএসএফ ও সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মধ্যেই গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দিন কয়েক আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলা থেকে তিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে গোলাবারুদ-সহ বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ধৃত তিনজন দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা। তারা রাজৌরিতে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল। অস্ত্রগুলো ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছিল বলে জানা যায়। সূত্র: দ্য ওয়াল

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রধানমন্ত্রী আজ জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেবেন। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এবং নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় তার রেকর্ডকৃত ভাষণ জাতিসংঘ দফতরে প্রচার করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতি বছরের মতো এবারও তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে কোভিড ১৯ সংক্রমণ, রোহিঙ্গা সংকট এবং জলবায়ুসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবেন। এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি, ভ্যাকসিনের সমবণ্টনসহ বিভিন্ন বিষয় থাকবে তার ভাষণে। জলবায়ু ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে জলবায়ু ইস্যুটিও তিনি তুলে ধরবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে পাশে থাকতে এবং এই সমস্যা সমাধানে তার দেয়া চার দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাবেন। প্রধানমন্ত্রী ৭৪তম অধিবেশনে এ চার দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা, এসডিজি বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, মাদক

চোরাচালান বন্ধ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই গণতন্ত্র, সুশাসন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ‘আমরা ভবিষ্যৎ চাই, জাতিসংঘ আমাদের প্রয়োজন : বহুমুখিতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিতের মাধ্যমে।’

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ব নেতারা বিশ্বের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভার্চুয়ালি অংশ নিচ্ছেন।

বাসস

বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় গোটা বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনাভাইরাস থেকে বিশ্বের মানুষের মুক্তি কামনা করে তিনি বলেন, আবারও অর্থনীতির চাকা সচল হোক, সব মানুষ সুন্দরভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক, সেটাই আমরা চাই। সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলায় দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ‘মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের’ মোকাবেলা করতে হয় মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে যে ঘাতকরা জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল

তাদের দোসররা এ দেশে স্থিতিশীল সরকার থাকুক তা কখনও চায়নি। সেজন্য মাঝেমধেই চেষ্টা করে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এ অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যখন তারা চালায় তখন আমরা দেখি আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষকে হত্যা করতে। এসব আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। আর আওয়ামী লীগ তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে বলেই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা।

জনগণের আস্থা অর্জন করেই বর্তমান সরকার উন্নয়ন করে যাচ্ছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ বারবার আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে বলেই আমরা সরকার গঠন করে তাদের সেবা করতে পেরেছি। আর দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছি বলেই উন্নয়নগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে এবং উন্নয়নগুলো করতে পারছি, যার সুফল দেশের জনগণ ভোগ করছে। তিনি বলেন, সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি খাদ্য উৎপাদনের ওপর। কারণ আমি জানি, করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যেন কোনোমতে সেই দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া না লাগে। তাই আমরা যতটুকু পারি খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বিতরণ, দরিদ্র মানুষকে বিনা পয়সায় খাদ্য দেয়া এবং খাদ্য নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমাদের জিডিপি ৮ দশমিক ২ শতাংশের উপরে নেয়ার টার্গেট অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এবার ৫ দশমিক ২৪ শতাংশের মতো অর্জন করতে পেরেছি। আশা করি আগামীতে আমাদের প্রবৃদ্ধি আরও বেশি অর্জন করতে সক্ষম হব। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুজিববর্ষে জতির পিতার স্বপ্নের ‘ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার সংকল্পের কথা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় ৪০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল, এই দারিদ্র্যের হার আমরা কমিয়ে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে এনেছি। আমরা আরও কমাতে চাই। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে একটা সুন্দর জীবন আমরা উপহার দিতে চাই। আর সেজন্য বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজ। এ বিশ্বে কেউ একা চলতে পারে না। তাই সবার সহযোগিতা আমাদের কাম্য। পাশাপাশি কাউকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে হলে আমরা সেটা করতেও প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৪৬ বছর আগে তার সেই ভাষণে বিশ্ব

দরবারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়। সেই ভাষণে জাতির পিতা বলেন, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।’ এখনও সেটাই যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল চালিকাশক্তি।

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে এবার জাতিসংঘ অধিবেশনে সরাসরি যোগ দিতে না পারার দুঃখের কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি ১৬ বার জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছি এবং ১৭তম ভাষণ দিতে আমি যেতে পারছি না। এটা সত্যিই খুব দুঃখের। কারণ সেখানে সব দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ হয়, মতবিনিময় করার সুযোগ হয়, একে অপরের অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করতে পারি। সেই সুযোগটা করোনাভাইরাসের কারণে হল না।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় দেয়া ভাষণের কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা তার ভাষণে এ দেশের দুঃখী মানুষের কথা বলেছিলেন, এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত মানুষের কথা তিনি বলেছিলেন। আমরা সেটা বিশ্বাস করি। তাই আমাদের উন্নয়নের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে তৃণমূলের মানুষ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের বিশ্বে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব অনেক বদলে গেছে। এখন শুধু রাজনৈতিক কূটনীতি নয়, দরকার হয় অর্থনৈতিক কূটনীতিও। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, সবার সঙ্গে মিশে কীভাবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া যায়, উন্নয়ন করা যায়, পরস্পরকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়, পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি কীভাবে নিয়ে আসা যায়-সেইভাবে কূটনীতি চালাতে হবে। বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ‘মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের’ মোকাবেলা করতে হয়।

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এবং ফরেন সার্ভিস একাডেমি প্রান্তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় দেশে আটকেপড়া সৌদি প্রবাসীদের কোনো সমস্যা হবে না। যাদের ইকামা-

ভিসা আছে তারা সবাই সৌদি আরব যেতে পারবেন, কোনো জটিলতা হবে না। এ বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। কারও ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও ইকামা থাকলে তাদের আবার ভিসা দেয়া হবে। সৌদি প্রবাসীদের টিকিটের জন্য ভিড় করা নিয়ে তিনি বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। যারা আগে থেকে টোকেন নিয়েছিলেন তারা আগেই যাবেন। পর্যায়ক্রমে সবাই যাবেন। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

রেল সংযোগ চালু হলে কৃষকসহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মেহেরপুরে রেল সংযোগ স্থাপনে অধিকতর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তিতে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অথবা মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “দর্শনা জংশন থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সংযোগের লক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন” বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে দ্রুত রেল লাইন প্রকল্পটি একনেকে পাশ হবে। এতে করে মেহেরপুর জেলার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন,,মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে কম জমি নষ্ট করে কত সহজে রেল সংযোগ করা যায় সে বিবেচনায় ফিজিবিলিটি টেস্ট করে দুইটা ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা সেটিকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে রেল সংযোগের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক ও রাজশাহী রেলওয়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এছাড়াও জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও মেহেরপুরের বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সার্কের সহযোগিতায় করোনাপরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

করোনাপরবর্তী সংকট মোকাবেলায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একসঙ্গে কাজের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন।

বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সার্কভুক্ত দেশসমূহের ১৭তম অনানুষ্ঠানিক কাউন্সিল অব মিনিস্টার্সের এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর একসঙ্গে

কাজ করার মাধ্যমে সম্মিলিত কল্যাণ সাধনের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

পাশাপাশি তিনি মার্চে অনুষ্ঠিত সার্কের নেতৃবৃন্দের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় একটি সার্ক জনস্বাস্থ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনাটিরও পুনরুল্লেখ করেন, যা পরবর্তীকালে করোনার মতো যে কোনো জনস্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্কভুক্ত সব দেশকে সাহায্য করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের এই বছরে আবদুল মোমেন দক্ষিণ এশিয়ায় কার্যকরী আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সার্ক ফোরামকে শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গিওয়ালির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সার্কভুক্ত আট দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

এ বছরের সভায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা করোনা মোকাবেলায় আঞ্চলিক প্রচেষ্টাগুলোকে পর্যালোচনা করেন এবং করোনাকালে এ সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা সহযোগিতার আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র ও সুযোগ যেমন তৈরি করবে তেমনি বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রকেও আংশিকভাবে বা পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে ফেলবে। তিনি করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য ও কৃষি, জনস্বাস্থ্য, আইসিটি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে আলাদা গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান।

পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের মতো কিছু কার্যকরী বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রতি সার্কের অন্যান্য দেশের মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; যেখানে সার্কের নিম্নপর্যায়ের কার্যকরী অঙ্গসংস্থাগুলোর জমে থাকা সুপারিশগুলো আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।

সেই ঐতিহাসিক দিন আজ

আজ ২৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৭৪ সালের এই দিনে জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এর আগে ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশের মর্যাদা পায়। এর মাত্র সাত দিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দেন। জাতিসংঘে এটিই ছিল প্রথম বাংলায় ভাষণ।

ঐতিহাসিক এ দিনটি উদযাপনে দেশ ও বিদেশে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

দিনটি স্মরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ ডিজাইনের এ পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে, ‘২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেওয়ার এই অনন্য দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধায়’।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ দেওয়ার ৪৬তম বার্ষিকী আজ শুক্রবার।

একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নজির বিহীন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে

সরকার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে দূর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ১৩৫টি দূর্যোগ সহনীয় ঘরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, সারা বিশে^র মধ্যে দুরদর্শী নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি যা বলেন তা করে দেখান। দেশের মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য গৃহহীনদের খুঁজে খুঁজে ঘর দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, করোনার ক্রান্তিকালে আমাদের নেত্রী অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন। উনার দুরদর্শী নেতৃত্বে দেশের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটায় স্বাভাবিক। তবে দ্বিতীয় ওয়েভ যদি আসে সেজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, সুবিধাভোগী জনগণসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা।

নূর অপরাধ করলে বিচার করুন, হয়রানি নয় : ডা. জাফরুল্লাহ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নূর অন্যায় করলে তার বিচার করুন। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না, এটা হয় না।

আজ বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল মিলনায়তনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার হয়রানি এবং সাবেব ভিপি নুরুল হক

নূরের বিরুদ্ধে মামলা ও সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, আমি খুব বেদনায় আছি যে, আমাদের ভিপি নূর, সে যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে তার বিচার হবে। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে আপনি বের হতে দেবেন না, এটা হয় না। জনগণকে বের হতে দিচ্ছেন না এজন্য দেশে নৈরাজ্য চলছে।

তিনি বলেন, ‘দুর্নীতি কোথায় নেই? শিক্ষা বিভাগের ডিজি (মহাপরিচালক) সাহেবও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, একটা ড্রাইভারও অভিযুক্ত। অপরদিকে, শিক্ষিত মানুষ, উপাচার্য মহোদয়, ওনার চাকরি হলো রংপুরে থাকেন ঢাকায়। এটা কি দুর্নীতি না? কেন তাদেরকে ঢাকায় থাকতে হবে? এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে আমাদের সামনে দুর্দিন আসছে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বিষয়ে তিনি বলেন, এ আইনও হচ্ছে বিনা বিচারে শাস্তি প্রদানের শামিল। রাজনীতিবিদদের সহনশীল হতে হবে। আপনারা ক্রিটিসিজম সহ্য না করতে পারলে তো রাজনীতিবিদ হওয়া যাবে না

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পাপিয়া দম্পতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চায় রাষ্ট্রপক্ষ

ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে মতি সুমনের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

অস্ত্র আইনে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শুনানি শেষে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপক্ষ ও পাপিয়ার স্বামী মতি সুমনের পক্ষের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শেষ করেন এবং অপর আসামি পাপিয়ার বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় শুনানির জন্য ফের ২৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত।
আব্দুল্লাহ আবু বলেন, মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামিদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি, রায়ে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।

এ মামলায় গত ৮ সেপ্টেম্বর ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জনেরই সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। এর আগে ২৩ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন